আজকের কাগজ

তারিখ 12 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ক্যাম্পাস সন্ত্রাসে নতুন মাত্রা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো স্বাধীনতার পর থেকেই অশান্ত। ক্যাম্পাসে শান্তির অভাব ক্রমে সন্ত্রাসের রূপ ধারণ করে এবং তা নব্বই-এর দশকের শুরুতে চরমে পৌঁছে। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংস্থার মধ্যে হানাহানি ও ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংঘাত গত দুই দশকে অপরিমেয় রক্ত ঝরায়। গত বছর মাঝামাঝি সময় থেকে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিলো কিন্তু সম্প্রতি প্রথমে রাজশাহী ও পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তির বাতাবরণ বিঘ্নিত হয় ছাত্র-শিক্ষক সংঘাতে। অর্থাৎ ক্যাম্পাস সন্ত্রাসে নতুন মাত্রা যুক্ত হলো গত বছরের শেষ দিকে এবং নতুন বছরের শুরুতে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। পাকিস্তানী আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইউব-মোনায়েমের পেটোয়া বাহিনী এনএসএফ-এর সন্ত্রাসীরা অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ মাহমুদের ওপর দৈহিক হামলা চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলংকিত করেছিলো। আমাদের জানা নেই, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে কি-না। সেটা হলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কারণ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে গেলে সেটি আর শিক্ষার অঙ্গন থাকে না। বাংলাদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে বলে মনে হয়। সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষক উভয় মহলের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক অপরিহার্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মধ্যে একটি রয়েছে আনুষ্ঠানিক বা আইনগত দিক আর একটি মানবিক দিক। নিয়মিত ক্লাস, টিউটোরিয়েল করা, পরীক্ষা দেয়া এগুলো ছাত্রদের আনুষ্ঠানিক কর্তব্য। নিয়মিত ক্লাস নেয়া, টিউটোরিয়াল করানো, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব। কিন্তু ঐসব আনুষ্ঠানিকতার পরেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কিছু বাকি থাকে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করা হয়, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি তেমনি শিক্ষকদের কাছ থেকে কাম্য। কিন্তু এই ব্যাপারটি জোর করে আদায় করা যায় না, শিক্ষক যদি ভালো পড়ান ছাত্ররা তার অনেক দুর্বলতা উপেক্ষা করেন, ছাত্রদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন যদি ছাত্রসুলভ হয় শিক্ষকরা তাদের অনেক ত্রুটিমাখা সুন্দর চোখে দেখেন। কিন্তু শিক্ষক যদি ক্লাসে অনিয়মিত এবং ব্যর্থ হন তিনি যদি নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে ছাত্রদের ওপর জুলুম করেন তাহলে তা ছাত্ররা সহ্য করে না। আবার ছাত্ররা যদি খুটির জোরে নিজেকে জাহির করতে চায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন পরোয়া না করে তাহলেই ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনটি ঘটে থাকলে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

সমস্যাটা প্রকট হয়ে ওঠে যখন শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পেছনে কোনো শক্তি কাজ করে। সে শক্তি সরকারি, বিরোধী রাজনৈতিক দল বা সন্ত্রাস ও মাস্তান গোষ্ঠির হতে পারে। শিক্ষক এবং ছাত্ররা যখনই দলীয়করণ প্রক্রিয়ার শিকার হন তখনই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোনো 'বস' নেই, তাদের প্রভু ছাত্ররা, শিক্ষক যদি তাঁর মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার দ্বারা শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের তুষ্ট করতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট। অন্যদিকে ছাত্ররা যখন শিক্ষকদের ওপরে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের স্থান দেয় এবং সে খুটির জোরে শিক্ষকদের অবমাননা করে তখন সে আর ছাত্র থাকে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অশান্তির একটা বড় কারণ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে পরিচালিত। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের দলীয়করণের প্রক্রিয়ায় পড়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্র কারো কোনো মহিমা অবশিষ্ট থাকে না। বাংলাদেশে সম্প্রতি ছাত্র সংঘাত শেষ হতে না হতেই যে ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত দেখা দিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের শেকড় কতো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে যার থেকে ছাত্র-শিক্ষক কেউ মুক্ত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঐ প্রক্রিয়ায় ধ্বংসের পথে যাবে যদি এই দরিদ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হয় তাহলে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্র সংঘাত এবং ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত এই উভয় প্রকার সন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। কিন্তু এই কর্মটি করবে কে? ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাম্পাসকে তাদের তাবেদার বানিয়ে রাখতে চায় এখন শিক্ষকদের অনুগত রাখার প্রক্রিয়াও যে চালু হয়েছে তার প্রমাণ ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত। অন্যথায় রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বা কোনো কোনো শিক্ষকের সঙ্গে একটি ছাত্র মহলের সংঘাত যে রূপ নিল তা হয়তো ঘটতে পারতো না। আমরা শুধু আশা করবো যে ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা স্থানীয় এবং তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়বে না।